২৪-০৯-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বুদ্ধি সর্বদা খুশিতে ভরপুর থাকা উচিত, কারণ তোমরা এখন বাবার সমান মাস্টার নলেজফুল হয়েছ"

প্রশ্নঃ- বাচ্চারা তোমরা কিসের ভিত্তিতে ২১ জন্মের জন্য সমৃদ্ধ হয়ে যাও ?

উত্তরঃ- সঙ্গমযুগে তোমরা সরাসরি বাবাকে নিজের সবকিছু দিয়ে দাও। সবকিছু বাবাকে অর্পন করে দেওয়ার পরিবর্তে তোমরা ২১ জন্মের জন্য সমৃদ্ধ হয়ে যাও। বাবা বলছেন, তোমাদের কাছে এখন যত আবর্জনা আছে, সেগুলো সব আমাকে দিয়ে দাও। মৃত্যুর আগে নিজের সবকিছু ট্রান্সফার করে দিলে ভবিষ্যতে তার রিটার্ন পেয়ে যাবে।

গীতঃ- ওম্ নমো শিবায়...

ওম্ শান্তি। শালিগ্রামদের উদ্দেশ্যে শিব ভগবানুবাচ। রুহানি বাবা রুহানি বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে এখানে আমাদেরকে আত্মা মনে করে বসতে হবে, শরীর মনে করে নয়। বাকি গোটা দুনিয়াতে এমন একজন মানুষও নেই যে আত্মা কি জিনিস সেটা বোঝে। আত্মাকেই জানে না, তাই পরমাত্মাকে জানবে কিভাবে? বাবার কাছেই আত্মার বিষয় বুঝতে পারা যায়। আত্মা এবং পরমাত্মাকে না জানার জন্যই মানুষ দুঃখী হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছ যে এই ড্রামার আয়ু বা কল্পবৃক্ষের আয়ু হল ৫ হাজার বছর। এটা তো বোঝো যে ওই বীজ যদি চৈতন্য হত, তাহলে সে বলত যে আমার দ্বারা এইভাবে বৃক্ষের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ওটা হল জড়। কেবল মনুষ্য সৃষ্টির এই ভ্যারাইটি বৃক্ষই হল চৈতন্য। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কাছে এখন সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান পেয়েছ। যেমন বীজের মধ্যে সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান থাকে, সেইরকম এই বাবা হলেন চৈতন্য বীজ। বলা হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। নিরাকারের মহিমা করা হয়। তাঁর মহিমা সকলের থেকে একেবারে আলাদা। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। হয়তো দেবতারা এখান থেকেই উত্তরাধিকার পায়, কিন্তু ওখানে ওদের কাছেও এই জ্ঞান থাকে না। কত আশ্চর্যের বিষয়, তাই না? এখন এখানে তোমরা সমস্ত জ্ঞান পাচ্ছ। এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, সেই জ্ঞানও বুদ্ধিতে রয়েছে। বাবা এসে এখন নুতন রাজধানী স্থাপন করছেন। তোমরা হলে এই নাটকের অ্যাক্টর। কেবল তোমাদের কাছেই এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের এবং রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান আছে। অন্য কারোর কাছে নেই। না আছে শূদ্রদের, আর না আছে দেবতাদের। কেউ শুনলে সে আশ্চর্য হয়ে যাবে। মানুষ তো বলে, যত উৎসব ইত্যাদি পালন করা হয় সেগুলো নাকি পরম্পরা ধরে চলে আসছে। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন, সত্যযুগে তো এইসব ছিল না। এইসব উৎসব সম্মন্ধে কেউ কিছু জানত না। এখন তো বলা হয় - দশেরা, দিওয়ালি ইত্যাদি উৎসব আসছে। ওখানে এইসব কিছুই মনে থাকবে না। একদম নিশ্চিন্ত হয়ে রাজত্ব করবে। এখন এখানে তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা আছে। তোমরা হলে অভিনেতা। ড্রামার ক্রিয়েটার (রচয়িতা), ডাইরেক্টর (নির্দেশক), মুখ্য অ্যাক্টর, ড্রামার ডিউরেশন (অবধিকাল) ইত্যাদি তোমরা জানো। এইসব জ্ঞান যাদের বুদ্ধিতে থাকে তাদের অপার খুশি থাকবে। ফাদারকেই নলেজফুল জ্ঞানের সাগর বলা হয়। কিসের নলেজ ? তোমরা ছাড়া আর কেউই এটা বুঝতে পারবে না। গডকেই নলেজফুল, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি

বলা হয়। কিন্তু কিসের নলেজ? সকল বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থসমূহ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান। শাস্ত্রে এই জ্ঞান নেই। ওগুলো হল ভক্তিমার্গের শাস্ত্র, কেবল পূজা করতে থাকো। এছাড়া রচয়িতা এবং রচনার কোনো জ্ঞান নেই। তাই তো ঋষি-মুনিরাও বলে যে আমরা রচনা এবং রচয়িতাকে জানি না। এইসব তো কেবল বাবা-ই বোঝাতে পারেন। তাই ওরা আর জানবে কোথা থেকে? এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে শুনছ। এরপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। এই জ্ঞান কেবল তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউই জানে না। তোমরা কত উচ্চ জ্ঞান লাভ করছ। তাই তোমাদের মত বাচ্চাদের কতই না খুশি হওয়া উচিত। দুনিয়ার মানুষ ডাক্তারি পড়ার জন্য বিদেশে যায়। বেহদের বাবা, যিনি হলেন নলেজফুল, তাঁর কাছ থেকে আমরা সবকিছু জানতে পারছি। আমরা তাঁর সন্তান। তাই বুদ্ধি সর্বদা জ্ঞানের দ্বারা ভরপুর থাকা উচিত। কত খুশি হওয়া উচিত - এমন কিছু নেই যেটা আমরা জানিনা। দুনিয়ার মানুষ যেটা পড়ে সেটা তো কিছুই নয়। ভক্তিমার্গের অনেক শাস্ত্রও পড়ে। কিন্তু এটা তো কেউই জানে না যে এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। এইসময়ে তোমরা বাচ্চারা মাস্টার নলেজফুল হয়ে যাও। সবকিছু বিস্তারিত ভাবে জেনে গেছ। এখন কেবল তমোপ্রধান আত্মাকে সতোপ্রধান করতে হবে। কেউ হয়তো তমোপ্রধান থেকে তমো হয়েছে, কেউ হয়তো তমো থেকে রজো হয়েছে, আবার কেউ হয়তো রজো থেকে সতো হয়েছে। কিন্তু কাউকেই সতোপ্রধান বলা যাবে না। যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তখন পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তখন তো রাজত্ব করার জন্য নুতন দুনিয়া দরকার হবে। তাই এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। এই যজ্ঞ যখন সম্পূর্ণ হবে, তখন এতে গোটা দুনিয়ার আহুতি পড়বে। এই পড়াশুনা শেষ হয়ে যাবে এবং পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যেমন ওরাও পরীক্ষায় পাশ করে অন্য ক্লাসে ট্রান্সফার হয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও এই মৃত্যুপুরী থেকে ট্রান্সফার হয়ে অমরপুরীতে চলে যাবে। আমরা তো অমরপুরীতেই ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে মৃত্যুপুরীতে এসে গেছি। তোমরা বলো যে আমরা এখন পড়াশুনা করছি, এরপর অমরপুরীতে গিয়ে দেবী-দেবতা হব। বাবা-ই মানুষ থেকে দেবতা বানান। পতিতদেরকে পবিত্র দেবী-দেবতা কে বানাবে? এখানে তো কোনো দেবতা নেই যে দেবী-দেবতা বানাতে পারবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওরা তো এখানে নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা এসেই এখন শিক্ষা দিচ্ছেন। স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য দিচ্ছেন। যখন স্বর্গ ছিল তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ওদের এই রাজত্ব কে স্থাপন করেছিল? স্বয়ং হেভেনলি গড ফাদার এসে প্যারাডাইস সত্যযুগ স্থাপন করেছিল। যেখানে দেবী-দেবতারা রাজত্ব করত। ওখানে অন্য কোনো ভূমি ছিল না। কেবল ভারতভূমিই ছিল। তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে আমরা যখন রাজত্ব করব তখন অন্য কেউ থাকবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এই গোটা বৃক্ষের জ্ঞান রয়েছে, এর বীজ ওপরে আছে। সেই বীজ হল সৎ এবং চৈতন্য। আত্মাও ইম্-পেরিশেবল্ (অবিনাশী) এবং বাবাও ইম্-পেরিশেবল্। বাবার কাছে যা জ্ঞান আছে, সেটা তোমাদেরকে শোনান। গোটা বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে আর বাবা তার উপরে রয়েছেন। এখন মানুষ তমোপ্রধান কাঁটা হয়ে গেছে। বৃক্ষ পুরাতন হলে শুকিয়ে যায়। তাই একে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। ওখানে তো ফুলের বাগান থাকবে। বাবা হলেন বাগানের মালিক। কেউ তাঁকে মাঝি বলে, কেউ বলে বাগানের মালিক, আবার কেউ তাঁকে মালিও বলে। বাবা হলেন মাঝি। তোমরাও নৌকা চালানো শিখছ। প্রত্যেকের নৌকা অনেক পুরাতন হয়ে গেছে। শরীর এবং আত্মা দুটো দিয়ে নৌকা তৈরি। গায়ন করা হয়- আমার তরীকে তীরে পৌঁছে দাও। নৌকাও পুরাতন এবং শরীরও পুরাতন। তাহলে কিভাবে পার হবে এবং পার হয়ে কোথায় যাবে? তোমরা জানো যে পার হওয়া কাকে বলা হয় এবং মুক্তিধাম-জীবনমুক্তিধাম কি? বরাবর এই সময়েই বাবা ওই পারে নিয়ে যান। দুঃখধাম থেকে সুখধাম অথবা

বিষয় সাগর থেকে ক্ষীরসাগরে নিয়ে যান। ওরা তো কেবল গায়ন করে যে আমার তরীকে তীরে পৌঁছে দাও ; হে বাগানের মালিক, তুমি এসে কাঁটা থেকে ফুল বানাও। তোমরাও আগে এইসব জানতে না। এখন মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত সকল রহস্য জেনে গেছ। যে এইসব জানে সে-ই অন্যকে শোনায়। অন্তরে যদি জ্ঞানের ফোঁটা পড়তে থাকে তাহলে সর্বদা খুশি বজায় থাকবে, চিন্তার কোনো বিষয়ই থাকবে না। সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে নিয়ে যাবেন এবং আমরা এখন বাবার মতো হচ্ছি। বাচ্চারা তো বাবার মতোই হয়, তাই না? বাবা হলেন নলেজফুল, তাই তোমাদেরকেও নলেজফুল বানিয়েছেন। পরমাত্মা বাবার সাথেই আত্মাদের সকল কানেকশন। আত্মা-ই বলে- বাবার কাছে যে জ্ঞান রয়েছে, সেটাই তিনি আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে দিচ্ছেন। তোমরা হলে রুহানি বাবার রুহানি সন্তান। এটাও একটা নুতন কথা। বাবা ছাড়া তো অন্য কেউ শোনাতে পারবে না। সেই নিরাকার বাবা-ই সাকার শরীরকে আধার করে শোনান। নাহলে তো তোমরা শুনতে পেতে না। বাবা বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানান। বাবা-ই সকলের দুঃখ হরণ করেন এবং সুখ প্রদান করেন। তাঁর উদ্দেশ্যে যেসব মহিমা করা হয়, সেইসব তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে কি পার্থক্য রয়েছে? আমি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসি না, তোমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসো। আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে জ্ঞান দিই। আমি হলাম সুখের সাগর, পবিত্রতার সাগর, শান্তির সাগর। তোমাদেরকেও এই উত্তরাধিকার দিই। তোমরা জানো যে আবার ৫ হাজার বছর পরে এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হবে। এই নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। যে যত পড়াশুনা করবে, তার তত নলেজের দ্বারা ইনকাম হবে। এটা একদিকে যেমন নলেজ, তেমনি অন্যদিকে ব্যবসা। যারা ঋণ দেয় তারা অনেক চুক্তি করে। তোমরা কি দিচ্ছ? আবর্জনা। মরে যাওয়ার পরে করনিঘোর (বিশেষ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়)-কে আবর্জনা দেওয়া হয়। তোমাদেরকে জীবিত অবস্থায় দিতে হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। ঈশ্বরকে কি পুরাতন তক্তপোষ ইত্যাদি দেবে? বাবা বলছেন, তোমরা মৃত্যুর পূর্বেই সব দিয়ে দাও। এইসব পুরাতন জিনিস তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। হয়তো কেউ খুব ধনী। কিন্তু কতদিনের জন্য? এক জন্মের জন্য। তারপর কর্ম অনুসারে কোথায় জন্ম নেবে কে জানে। আর তোমরা তো পুরুষার্থ অনুসারে বাবার কাছ থেকে পুরো ২১ জন্মের জন্য নিয়ে নিচ্ছ।

এটা হল রুহানি (আত্মিক) সার্ভিস। শারীরিক সার্ভিসের ব্যাপারে তো গোটা দুনিয়া জানে। রুহানি সার্ভিসের ব্যাপারে কেউই জানে না। সুপ্রিম রুহ (পরম আত্মা) এসে জ্ঞান দেন। সেই সুপ্রিম আত্মার জন্ম জয়ন্তীও পালন করা হয়। তাঁকেই সুখের সাগর, শান্তির সাগর, দুঃখ হরণকারী-সুখ প্রদানকারী ইত্যাদি বলা হয়। তাঁর নাম হল শিব। জন্মদিনও পালন করা হয়। কিন্তু বুদ্ধিতে কিছুই নেই। বাবা এসেই এই সব রহস্য বোঝান। এরপর আবার ৫ হাজার বছর পরে শোনাবেন। সত্যযুগে এইসব জ্ঞান থাকবে না। কারণ সেখানে আত্মারা সতোপ্রধান হবে। জ্ঞানের দ্বারা-ই ওরা ঐরকম হবে। এইগুলো সব নুতন কথা। যারা মন্দির বানায় তারাও জানে না যে আমরা কেন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির বানাই? কে তাদেরকে এই রাজত্ব দিয়েছিল? কিভাবে এই পদ পেয়েছিল? বলা হয় কর্মের ফল। এখন বাবা বসে কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি কেমন হয় সেই রহস্য বোঝাচ্ছেন। ওরাও নিশ্চয়ই এই জ্ঞান শুনেছিল। ভগবানুবাচ হল - গীতার দ্বারা-ই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। ওখানে খুব কম সংখ্যক মানুষ থাকবে। তাহলে বাকি গোটা দুনিয়া কোথায় গেল? নিশ্চয়ই বিনাশ হয়েছিল। মহাভারতের যুদ্ধের গায়ন তো আছেই। বলা হয় গিরিধর কবিরাজ।

গিরিধর তো কৃষ্ণকে বলা হয়। তাহলে কবি কে? শিববাবাকে কবি বলা হয়। কবি, অর্থাৎ যিনি শোনান ।

তোমরা জানো যে অনেক দুর্যোগ আসবে। পুরাতন দুনিয়াকে বিনাশ করার জন্য কত কিছু বানাচ্ছে। এটা হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ যখন ভগবান এসে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছিলেন। ভগবান কেন যজ্ঞ রচনা করেন? যজ্ঞ তো সুখ-শান্তির জন্য রচনা করা হয়। বাবা সকলের দুঃখ হরণ করেন এবং সুখ প্রদান করেন। এই জ্ঞান যজ্ঞে সমস্ত পুরাতন দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে - আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম যজ্ঞের সেবক। আমরা ব্রাহ্মনরা হলাম ব্রহ্মার সত্যিকারের মুখ বংশাবলী। তাই বাবা এই মুখের দ্বারা যা বলবেন সেটা অবশ্যই মানতে হবে। শ্রী শ্রী-র শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারা-ই আমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে রুদ্র মালার দানা হব। বাসবানী বংশ, কৃপলানী বংশের মতো এটা হল নিরাকার বংশের বৃক্ষ যার একেবারে ওপরে রয়েছেন শিববাবা। এই নিরাকারী বৃক্ষ ধীরে ধীরে সাকারী বৃক্ষ হয়। প্রথমে আছেন প্রজাপিতা। তাই ইনি হলেন শারীরিক, আর উনি হলেন আত্মিক। আত্মিক পিতা এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন। তাঁকে পতিত-পাবন নামেই আহ্বান করা হয়। বলা হয়- পুরাতন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করার জন্য এসো। তিনি নুতন করে তৈরি করেন না। প্রলয় হয় না। কেবল ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপিট হয়। পুনরায় ৮৪-র চক্র শুরু হয়। অসীমের পিতার কাছ থেকে অসীম নলেজ এবং অসীম উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সকলেই সেই অসীমের পিতাকে স্মরণ করে, 'হে ভগবান' ইত্যাদি বলে। 'হে ঈশ্বর', 'হে প্রভু' ইত্যাদি বললে কোনো চিত্র স্মরণে আসে না। নিরাকারের কথাই মনে আসে। বলা হয় ভগবানকে স্মরণ কর। তিনি তো ফাদার, তাই না? আমরা সবাই ভাই-ভাই। সবাই আহ্বান করে- হে পতিত-পাবন, দুঃখহর্তা-সুখকর্তা, হে লিবারেটার (মুক্তিদাতা) আমাদেরকে গাইড করো। ঘরের কথা আমরা ভুলে গেছি। মনে থাকলেও যেতে পারি না। যোগ করলে আগুনে ঘি পড়তে থাকে। আত্মা তো অবিনাশী। তাই আত্মার জ্যোতি সম্পূর্ণভাবে নিভে যায় না। তাই এখন যোগবলের দ্বারা ঘি ঢালতে হবে। এরপর সদাকালের জন্য দীপমালা, রোশনাই হয়ে যাবে। দীপমালা মানে ঘরে ঘরে রোশনাই। কিন্তু এই দীপমালা কোথায় হবে ? সত্যযুগে। এখানে হবে না। তোমরা এইসব বিষয় বুঝতে পার। তোমাদের মধ্যে কোনো অন্ধবিশ্বাস নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) চিন্তার থেকে ফ্রি হওয়ার জন্য বাবার সমান নলেজফুল হতে হবে। বুদ্ধিতে সর্বদা জ্ঞানের চিন্তন করতে হবে।

২) রুহানি সেবা করে নিজের ভবিষ্যতের প্রাপ্তি তৈরি করতে হবে। পুরাতন সবকিছু ট্রান্সফার করতে হবে।

বরদান : - 'এক'-এর পাঠ দ্বারা নিরাকার এবং আকারকে সাকার রূপে অনুভব করে বরদানের প্রতিমূর্তি ভব

কেবল ‘এক’-এর পাঠ পাকা করে বরদাতাকে রাজি করাতে পারলে অমৃতবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত সারাদিনের প্রত্যেক কর্মে বরদানের দ্বারা-ই পালিত হবে এবং বরদানের দ্বারা-ই চলতে ও উড়তে থাকবে। সেই ‘এক’-এর পাঠ হল – এক বল এক ভরসা, একমত, একরস, একতা এবং একান্তপ্রিয়তা...। এই ‘এক’ শব্দটাই বাবার অতি প্রিয়। যে এই ‘এক’-এর পাঠ পাকা করে নেয়, তার কাছে কোনো কিছুই কঠিন মনে হয় না। এইরকম বরদানী আত্মা বিশেষ বরদান প্রাপ্ত করে, তাই সে নিরাকার এবং আকারকে সাকারের মতোই অনুভব করে।

স্লোগান : – অন্যদের থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের অবস্থার উন্নতি করার পরিবর্তে সকলের অবলম্বন (সাহারা) হও।